ভিনদেশ ও ভিন আচরণ

(৬)

দিলরুবা শাহানা

মানুষ যখনই একদেশ থেকে আরেক দেশে পৌঁছায় নতুন অনেক কিছুর সাথে নতুন ভাষার সাথেও হয় পরিচয়। ভাষা ভাব প্রকাশের মাধ্যম, মানুষের মাঝে ভাবের আদান প্রদানের বাহন ভাষা। পরস্পরের ভাষা না জানলে সাধারন(অসাধারন নয়) ভাবের আদান প্রদান বড় কষ্টকর। আকারে ইঙ্গিতে বা ছবি একে প্রেম ভালবাসা প্রকাশ করা হয়তো যায় তবে প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় কাজ চালানো বোধহয় সহজ হয়না। অপ্রাসঙ্গিক হবেনা সেই ঘটনা বলা যে সৈয়দ মোজতবা আলী ছবি এঁকে রেষ্টুরেন্টে প্রয়োজনীয় খাবারের ফরমাস করেছিলেন যা হয়তো অনেকের জানা। আলী সাহেবের এই কৌশল জেনে রাখার মত খুবই প্রয়োজনীয় কৌশল। ভিনদেশে পৌঁছে ঐযে খাবারের ফরমাস দিতে গিয়ে শুকর ও মুরগীর ছবি এঁকে শুকরের ছবিতে ক্রস(×) আর মুরগীতে টিক(√) চিহ্ন দিয়ে ওয়েটারকে সহজ ইঙ্গিতেই বুঝানো গিয়েছিল কি চাই, মুখের ভাষার আর দরকার হয়নি।

ভাষাও মানুষের সাথে সাথে দেশ থেকে দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে। উপনিবেশ কব্জা করেছিল বলে পৃথিবীর অনেক দেশে ইংরেজী চালু হয়েছে, আফ্রিকার অংশবিশেষে ফরাসীরা শাসন করেছিল তাতে ফ্রেন্চকলোনীর আওতাধীন আফ্রিকান লোকজন ফরাসী জানে আর স্পেনের উপনিবেশ হওয়ার সুবাদে ল্যাটিন আমেরিকা ও দক্ষিন আমেরিকার লোকেরা জানে স্প্যানিস ভাষা। ল্যাটিন আমেরিকাতে মানুষের আরবী নাম(মাজিদা, সাইদা, সালমা) শুনে কিছুটা অবাক হয়েছি। পরে চিন্তাভাবনা করে বের করলাম মুসলমানরা স্পেন দখল করেছিল তারপরে স্প্যানীয়রা দখল করে আমেরিকার ঐ অঞ্চল এতেই মনে হয় আরবী নাম ঐদেশে পৌঁছে যায়। তবে গবেষকেরাই সঠিক তথ্য বলতে পারেন।

যাহোক ইংরেজী ভাষা প্রায় পৃথিবীর প্রতি মহাদেশেই বলার মতো লোক আছে যদিও তাতে যে উচ্চারণে আঞ্চলিকতার ছাপ মিশে থাকে তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। নাক উঁচু ইংরেজ হয়তো বলবে ইংরেজী ভাষাই বলছে তবে তা ভারতীয় বা আরবী বা দক্ষিণ আফ্রিকান ইংরেজী। বলুক অসুবিধা কি তাতে? দশজন ভারতীয় বা বাংলাদেশী, বা আফ্রিকান চট্ করে খুঁজে পাওয়া যাবে যারা কলকল করে আঞ্চলিকতায় আচ্ছন্ন ইংরেজী বলার ক্ষমতা রাখে। আসুক দেখি একসাথে দশজন ইংরেজ যারা ইংরেজী উচ্চারণে হলেও বাংলা, হিন্দি, গুজরাটি বা সহেলী বলায় পারদর্শী। ইংরেজবাবু তখন একেবারেই কাবু!

যার বোধবুদ্ধি ও সামান্য প্রজ্ঞা আছে সে বলে ‘আরে এরাতো সাংঘাতিক বুদ্ধিমান লোক কি সহজে ভিনদেশী ভাষা রপ্ত করে নিয়েছে দেখ’। আর যার ‘ঐ’(?) জিনিসের ক্ষামতি আছে সে বলে ‘ইংরেজী বললেই হল নাকি উচ্চারণ ঠিকমত হচ্ছেনা’।

ভাষাবিজ্ঞানীরা বা ভাষাতাত্ত্বিকেরা বলেন ছোটবেলা থেকে না বললে উচ্চারণ ঠিকমত হয়না, কারন বড় হয়ে গেলে মুখের ভিতরের পেশী বা মাসলসঞ্চালন ইচ্ছেমত করা যায়না।

উচ্চারণ সঠিক ভাবে তাই হয়তো হয়ে উঠেনা তবে বিদেশীদের শুদ্ধভাবে ইংরেজীলেখার দক্ষতা কিন্তু অনেক সাধারন(পন্ডিত নন) ইংরেজকে বিস্মিত করে। এক ইরানী মহিলাকে তার প্রতিবেশী ইংরেজ বন্ধু প্রায়ই উচ্চারণ শুধরে দিত উনিও বন্ধুর কাজকে সহজভাবে নিয়েছেন। তবে ইংরেজ বন্ধু উচ্চারণে ত্রুটি ধরে এমনভাবে তাকাতো যার মানে দাড়াতো ‘হওনা ডাক্তার বা প্রফেসার ইংরেজীতো সঠিকভাবে বলতে পারনা’। তো সেই ইংরেজ মহিলা একদিন একটি দরখাস্ত লিখে ইরানী মহিলার কাছে নিয়ে এল। সে বুঝতে পারছেনা ঐ দরখাস্তে কোন শব্দটি লিখলে ঠিক হবে ইন্ডিপেন্ডেন্ট্লী নাকি অটোনমাস্লী। ইরানী

মহিলাতো ইংরেজ মহিলার ইংরেজীজ্ঞান দেখে হতভম্ভ। পুরো দরখাস্ত নতুন করে সাজিয়ে লিখে দিয়ে নম্রভাবে বললো
'এখানে ইন্ডিপেন্ডেন্টলী শব্দটিই যুৎসই, তবে তোমার বানান অনেক ভুল এরপর কিছু লিখলে ডিক্সেনারী দেখে নিও।'
উচ্চারণ নিয়ে গর্বিত নারী নীরিহভাবে স্বীকার করলো
'ঐ জিনিসই দেখা শিখিনি কখনো।'
ভদ্রতার আভিজাত্যে ইরানী মহিলার যেকথা বলা হয়নি তা হল এক উচ্চারণ ছাড়া বাকী সবইতো দেখছি শূন্য ।
তবে সবাই কিন্তু উচ্চারণ বিষয়ক অভিযোগ সহজে মেনে নেয়না। যেমন এক ভারতীয় ভদ্রলোক অষ্ট্রেলিয়ার বিশ্ববিদ্যলয়ের শিক্ষক, ছাত্রদের মাঝে জনপ্রিয়ও ইনি। একছাত্র ঐ শিক্ষকের উচ্চারণ বুঝেনা বলে অনুযোগ তুললো। প্রথম বর্ষের ছাত্র। ভদ্রলোক তাকে ডেকে বললেন
'দেখ বাপু, ভারতীয় উচ্চারণে ইংরেজী বলেই এখানে সাতবছর আছি, আগামী মাসে চলে যাচ্ছি বিলাতের চাকরীতে যোগ দিতে, মনে হচ্ছে তোমার কানে সমস্যা আছে go and get your ear fix.'
ভদ্রলোক পরে খোঁজ নিয়ে জানলেন ঐ ছাত্রটি প্রত্যন্ত এক এলাকা থেকে স্কলারশীপ পেয়ে বিশবিদ্যালয়ে পড়তে এসেছে। বেচারা আগে কখনোই কোন বিদেশী দেখেনি, বিদেশীর মুখে ইংরেজীও শুনেনি, তাতে বোঝা গেল সমস্যা ওর শুনারই হবে হয়তো।
বইপত্র ঘেটে ব্যাকরণসম্মত ভাষা শিখলেই যে ভাষার সবরকম প্রকাশভঙ্গি আয়ত্ব হয়ে যায় তা নিশ্চিতভাবে বলা যায়না। দৈনন্দিন জীবনে মানুষ কতভাবে যে নানা কথা ব্যক্ত করে তা সে সব কথার কোন কোনটা এক হলেও প্রেক্ষিত বিশেষে নানা অর্থ ধারন।
যেমন এক ভদ্রলোক কর্মস্থলে ব্যস্তসমস্থ হয়ে ছুট্ছেন ঢুকার মুখে দুই সহকর্মীর সাথে দেখা। একজন সহাস্যে বলে উঠলো
'Speaking of the devil, devil is here!'
ঐ দু'জনেরই খুব দরকার ছিল ভদ্রলোকের কাছে। তারা সে প্রসঙ্গে কথা শুরু করলো। তবে ভদ্রলোকের কিছুটা মনখারাপ হল। ভাবলেন এতো দরকার যাকে, তাকে দেখে কিনা বলে 'শয়তানের কথাই বলছি আর শয়তান এখানেই'।
ভদ্রলোক যখন রাত্রে খাবার টেবিলে ঐ দু'জনের প্রতি বিরক্তি নিয়ে ঘটনাটা বলছিলেন, শুনেতো মেয়ে হেসে খুন।
'শোন বাবা, এতে ক্ষ্যাপার কিছু নেই। আমরা একদিন প্রিন্সিপ্যালকে খুঁজছি কি এক দরকারে যেন, করিডরে দেখা হতেই আমাদের একজন এই কথাটাই তাঁকে বল্লো আর উঁনিও হেসে বললেন 'শয়তানের কাছে কি দরকার বল?' এখন বুঝ্লেতো।'
এই বাক্যের অর্থ প্রেক্ষিত অনুযায়ী অন্যরকম হতে পারে। তবে উপরে বর্নিত প্রেক্ষিতে এইকথার বাংলা বলা যেতে পারে 'মেঘের জন্য হাপিত্যেশ আর বৃষ্টিই নামলো দেখি'।
এবার এক ইংরেজ ভদ্রলোকের কাহিনী। ভদ্রলোক বাংলাদেশে ব্রিটিশ ওভারসীজ ডেভেলপ্মেন্ট এজেন্সীতে চাকরী করেন। বাংলা শিখেছেন ব্যাকরন মেনে। এক গ্রুপ ডিসকাস্নে গ্রামের মেয়েদের সঙ্গে খুব মেপে সাবধানে বাংলা বল্লেন। এক পর্যায়ে মেয়েরা জানতে চাইলো
'ভাইয়ের কয় বাচ্চা?'
ভদ্রলোক বুঝতে পারলেন না। এবার মেয়েরা জিজ্ঞেস করলো
'কয় সন্তান আপনার?'
উনি তখন দু' আঙ্গুল তুলে ধরে বললেন
'আমার দুই মেয়েরা আছে।'

পরে যখন তার কাছে জানতে চাওয়া হল সে কেন ‘মেয়েরা’ বলতে গেছে। ব্যাকরনসম্মত বাংলা জ্ঞান নিয়ে ভদ্রলোক বললেন যে একটা হলে মেয়ে বলতেন তারতো দুই মেয়েরা(two girls) আছে।

ভদলোককে তখন বুঝানো হল যে বাংলা ভাষা এইভাবে বলেনা। কারোর দশ মেয়ে থাকলেও সে বলবে তার দশ মেয়ে আছে, দশ মেয়েরা আছে বলা অশুদ্ধ। ইংরেজ ভদ্রলোক কিছুটা বিস্মিত, আর বাংলাভাষার ঝকমারীতে কিছুটা বিপন্নও বোধ করলেন মনে হল।

ভাষা হিসাবে ইংরেজী মোটামুটী সহজই মনে হয়। ইংরেজী বর্ণমালাও কম, মাত্র ছাব্বিশটা, আর বাংলায় রয়েছে উনপন্চাশটি অক্ষর। ইংরেজীতে স্বরবর্ণ বা Vowel মাত্র পাঁচটি, বাংলায় এগারোটি স্বরবর্ণতো রয়েছেই তারও উপর রয়েছে চিহ্ন। ‘ই’ লিখলে সবজায়গায় চলবেনা, ‘ি’ জানতে হবে অবশ্যই। ‘ই’ দিয়ে বই লিখা যায় তবে বিয়ে লিখতে ‘ই’ দিয়ে শুরু করলেই মুশকিল, তা হয়ে যাবে ‘ইব’। বিদেশীদের পক্ষে এতো খুটিনাটি মনে রাখা কষ্টকর প্রচেষ্টা অবশ্যই। জটিল ভীষন। তাই এই কারনেই বোধহয় বাংলাভাষীরা সহজে বিদেশী ভাষা আয়ত্বের ক্ষমতা রাখো